সমস্ত দুঃখীকে আজ

বিভাস রায়চৌধুরী

সমস্ত দুঃখীকে আজ

বিভাস রায়চৌধুরী

সিগনেট প্রেস

কপিরাইট © বিভাস রায়চৌধুরী ২০১২
প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১২
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই বইটি এই শর্তে বিক্রীত হল যে, প্রকাশকের পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া বইটি বর্তমান সংস্করণের বাঁধাই ও আবরণী ব্যতীত অন্য কোনও রূপে বা আকারে ব্যাবসা অথবা অন্য কোনও উপায়ে পুনর্বিক্রয়, ধার বা ভাড়া দেওয়া যাবে না এবং ঠিক যে-অবস্থায় ক্রেতা বইটি পেয়েছেন তা বাদ দিয়ে স্বত্বাধিকারীর কোনও প্রকার সংরক্ষিত অধিকার খর্ব করে, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক উভয়েরই পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইটি কোনও ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্যসঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি বা অন্য কোনও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন, সঞ্চয় বা বিতরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই বইয়ের সামগ্রিক বর্ণসংস্থাপন, প্রচ্ছদ এবং প্রকাশককৃত অন্যান্য অলংকরণের স্বত্বাধিকারী শুধুমাত্র প্রকাশক।

ISBN 978-93-5040-251-1 (print)
ISBN 978-93-90440-42-9 (e-book)

প্রকাশক: সিগনেট প্রেস
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর একটি ইমপ্রিন্ট
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: অশোক মল্লিক

রাহুল পুরকায়স্থ, রাহুলদাকে

সূচি

জ্বর

হাওয়া

ক্ষত

অসামান্য

দুঃখী পাখিদের ছাই

উৎসব

সম্মোহন

ঘুম

গন্ধ

ফেরা

পতঙ্গ

বর্ষা

আমাদের ছোট নদী

পোকা

শূন্যতা

ফার্ন

পুলিশ রাস্তায় যা কুড়িয়ে পেয়েছিল

ব্রহ্ম

প্রেম

দেশ

পদ্মা

এক-পলকের নদী

নিঃস্ব মানুষের উৎসব

আলো

তোমাকে নদীর ধারণা

সমুদ্রের পাশে

ধুলোর ভেতরে

মুষ্টিতণ্ডুল

স্বপ্ন

শূন্যতার ভাষা

জননী

জগৎ

আদিম

ভুল

না

বাংলা কবিতার প্রতি

সমস্ত দুঃখীকে আজ

সাধনা

সেতু

আবহাওয়া

আমাকে খায় শিরিনের ঐশ্বরিক ঘোড়া

জ্বর

নিজেকে প্রয়োগ করি

দুঃখী মানুষের আয়োজন
সম্পূর্ণ করেছে চাঁদ

পোকা আর বিষের প্রণয়
গাঢ় হয়ে এলে
রুদ্ধঠোঁট বোবা থাকে ছাদ

যা দেখেছি বলবার নয়

গুমরে মারে জ্ঞান

জ্বর আসে, জ্বর ফিরে যায়

লালামাখা পড়ে আছি

যত শব, তত উৎসব
আমার বাংলায়...

হাওয়া

কী এক হাওয়া বয়ে যায়

দুপুরের কাছে রাখা
পুরাতন ছুরি...

আলোর নিজের কোনও
মতামত নেই

সন্ধেবেলা ঈশ্বরের আবেগ জরুরি!

ক্ষত

অক্ষর আমাকে নেয়

কবে যেন ঘুম ভেঙে বমি হল খুব

ডাকনাম ভুলে গেছি...
ধোঁয়াশা... পাহাড়...

আবার অযত্নে বেড়ে উঠি
শরীরে নদীর ক্ষত

বালি মুছে জেগে ওঠো, মাছ...

আমিও কামড়ে ধরি রক্তমাখা ঋতু...
চক্ষুহীন পাঠকসমাজ...

অসামান্য

ফণাটি ছিঁড়ে নিয়ে খুব বেশিদূর পালাতে পারেনি...
লেখার পাতা থেকে সেই বাঁক দেখা যায়,
পতঙ্গেরা হাওয়া...
শুধু তাদের থাবায় ঠোঁট থেকে খসে-পড়া
আগুনের শীর্ষ লাফাচ্ছে...
ছিটকে পড়ছে শূন্যে
কিংবা আছড়ে পড়ছে মাটিতে...
আর মৃত্যুপূর্ব শেষ হিংস্রতায় পতঙ্গদের খুঁজে পেতে চাইছে
সে;
পেলে কী হবে? ভাবতে পারো? উফ্...
কাটামুণ্ডু ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের মুন্ডুবান ধড়ে!

পালাও... পালাও...
লেখার পাতা থেকে সামান্য দূরে সেই অসামান্য বাঁক...
যেখানে খুব চিন্তা হয়,
খুব সন্দেহ হয়, আর খুব লোভ হয়...
আর লোকের মুখে মুখে ঘুরবার শ্রম হয়...
বাপ্‌রে! আজ অন্য কবিতা নিয়ে ভাবব,
কিছুতেই ফণাটি নিয়ে নয়,
মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে নয়,
লেখার পাতা থেকে উঠে আজ সেই পথে যাওয়ার কথা
যে পথের বাঁকে আমার দেরি হচ্ছে দেখে
এক কালো মেয়ে খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছে...

দুঃখী পাখিদের ছাই

এক-একটা পাখি ঘুমের ভিতরেও জেগে থাকে,
এই জেনে মেঘ হয়...
তেমন একটা কথা বলো!
মনে রেখো, যখন তুমি কথা বলছ, তখন দূরদেশে
বৃষ্টিতে ভিজছে এক ছাতার পাখি...
দুঃখী গ্রামের মাটি ভিজবে এই আনন্দে খুব আহ্লাদ
করছে পরস্পর
জলকে আদর করে করে এই যে জাগাতে হয়...
এই যে জাগাতে হয় জলকে...
জলকে এই যে জাগাতে হয়...
আমরা কোনওদিন শিখব না পৃথিবীর এই ব্যবহার?
যখন ঘনিয়ে ওঠে চুম্বন,
ভেজা পাথরের শরীর থেকে ওড়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে
প্রজাপতি...
তোমার মনে থাকে তো?

সময় নাও...
তেমন একটা কথা বলবার আগে
কান্না গিলে নেওয়ার সময়টা জরুরি!
কারণ আকাশে অনেক চিল ঘুরতে দেখলেই
আমি বুঝি, আবার প্রেমে পড়ব...
আবার একটা অতিরিক্ত শরীর নিয়ে ঘুরতে হবে রাস্তায় রাস্তায়...
তোমাকে পেয়ে যেতেই হবে মোক্ষম বৃষ্টি নামার আগে...
তারপর বর্ষাকাল আসবে—
ফাঁকা মাঠে অস্তিত্বের ওপর ঝলসে উঠবে বিদ্যুৎ!

পুড়ে যাওয়ার আগে একপলক দেখতে পাব
বাংলার মাঠে মাঠে সব রক্ত মুছে নিয়ে
ধানগাছ বড় হচ্ছে দ্রুত...

এক-একটা পাখি ঘুমের ভেতরে পুড়ে যায়
আমাকে ভালবাসলে গুঁড়ো গুঁড়ো ঝরে পড়বে
সেইসব পাখিদের ছাই...
চুম্বন যে-যৌনতার কথা বলে, তার কেবল
ডানাপোড়ার গন্ধই আছে

সময় নাও...

তোমাকে নগ্ন দেখলে আমি আহ্লাদে অন্ধ হয়ে যাব না...
খুব মনখারাপ-করা নিচু গলায় ডাকব—
আয় পাখি... আয় পাখি...

উৎসব

এমনই এক যন্ত্রণা, যাকে সামলাতে
গাছের পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলছি—
ঘুমোব না...
আর-কোনওদিন ঘুমোব না...

আমাকে তোমার জঙ্গল করে নাও...

সম্মোহন

মাঝরাতে বুক খুলে ছুটে যায় পথ
আচমকা সম্মোহন ভাষার গভীরে থাকে

কতদিন কথা জমছে না
কতদিন খালি হাতে ঘুরিফিরি শুধু

এসব অত্যন্ত জ্ঞান অবজ্ঞার কাছে রেখে যাই

মাঝরাতে পতনের পর
প্রতিটি জলের উৎসমুখ খুলে যায় বুঝি?

অন্ধকারে কোমল বরষা
শুষে নিই দ্রুত!

হাহাকার-হাঙ্গামার পর
মাঝরাতে মাঝেমাঝে
মাঝরাত কান্নাভেজা শুত...

ঘুম

কথা দিয়ে লিখে গেছি ফুল...
কথা দিয়ে কুড়িয়ে নিয়েছ?

গাছের গোপন জল...

শিখে নিতে হবে তার ছায়া-ব্যবহার...

অদ্ভুত ঘুমের ভেতর
কথা থাকে প্রসঙ্গ ছাড়াই

দুঃখিত মৃত্যুর মতে, জন্ম এক মৃদু অন্ধকার...

গন্ধ

অত কী ভাবার আছে? দুঃখটুকু থাক

শোকের নিভৃতি এসে আমাকে সাজাক

ফুলবনে কবেকার আলো
যেমন প্রসিদ্ধ হয়ে আছে
জানলা খুললেই দেখা যায়,
তেমন অতীত থেকে মাঝে মাঝে এসে
গন্ধ রাখি গাছের ছায়ায়...

অত কী ভাবার আছে?
নেই হারজিত\!

দেহের নিকটে থাকে একলা দেহাতীত...

ফেরা

নিজের ভেতরে কত ফুল ফুটে আছে, ঝরে যায়...

জাগ্রত থাকিনি, এই দোষ...

কোলাহল তাড়া করে চলে

সমস্ত যাওয়া মিথ্যে হয়...
সমস্ত পাওয়া মিথ্যে হয়...
যদি দেখি ফিরতে পারিনি!

নিজের ভেতরে কত
ফুল ফুটে আছে, ঝরে যায়...

এতদিন পরে তুই এসে
একটি কথার সত্যে
আমাকে ফেরালি...

আমি ঋণী...

পতঙ্গ

ভেঙেচুরে গেছি, সে আমার আনন্দ!

একটি ডানা থেঁতলে মিশে আছে পথে...
উড়তেই পারছি না...

অর্ধেক বেদনার জন্য কোনও অভিমান নেই,

কেননা অন্য ডানা নিঝুম মৃত্যুর...

বর্ষা

অজ্ঞান ছিলাম, কত পাখি এসে ছায়া ফেলে যায়

মুগ্ধ দু'টি বই
পাশে এসে শোয় চুপিচুপি

কতদিন সমুদ্র দেখিনি

বিষাদ আমার রোগ

ভেজা বালি, চিরঠোঁট সবকিছু জানে—
ওরা সিদ্ধ, আমি কিন্তু
জানি না প্রয়োগ...

অজ্ঞান ছিলাম, কত
ভোরবেলা শোষণ করিনি
বর্ষাকাল...

যারা এসে ফিরে গেছে, তাদের তুলনা নেই

জমা রেখে গেছে তারা
মূর্ছিত শরীর

অজ্ঞানের যা-যা হয়...
কবিতার জোরে
বজ্রগর্ভ ভারী ঠোঁট অনুবাদ করি...

আমাদের ছোট নদী

তুই যেখানেই যাবি, সেখানেই নদী আর
চুপটি করে মরে যাচ্ছে তার জল

তা হলে আমরা কী নিয়ে কথা বলব?
কেবল করুণ হয়ে থাকাটাই আমাদের নিয়তি?

আমরা ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকি

সব শব্দ ঘুমিয়ে পড়ে চারপাশে

বরফ পড়তে থাকে কোথাও

তুই যেখানেই যাবি, সেখানেই নদী...
তার বুকে আর গাছের ছায়া নেই...

আমি বিষণ্ণ ভঙ্গিতে তোর হাত ধরলাম একবার

টের পেলাম ভালবাসা ভয়ে থ হয়ে আছে...
কেন জানি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছি আমরা...

পোকা

আমার অসুখ নিয়ে বেড়ে ওঠে লতা
একদিন বৃষ্টি হল পরম গুহায়
আরও আলো বাকি আছে দু'চুমুক স্নান

ঝুঁকে পড়ি.?.. এটুকুই দংশনের দায়...

গাছের পুরনো পাতা ভিজছে দুঃখিত
আয়ুর মতন তাকে বলি না ঘুমোতে
সে এসে গিয়েছে চলে নিজের আড়ালে
ভালবাসা কেঁদে চলে স্রোত থেকে স্রোতে

আমার অসুখ নিয়ে প্ররোচনা ছিল
হলুদ পাঞ্জাবি আর আকাশের নীলে
বৃষ্টির মুদ্রিত রূপ স্বাভাবিক নয়—
আমার অসুখ জুড়ে পোকা হয়ে ছিলে...

পোকাদের মৃত্যু লেগে শ্রাবণের গা-য়...

আমার অসুখে শ্রীশ্রীজগৎ লুকায়...

শূন্যতা

শূন্যতা এখন ঋষি...
বানিয়ে বলিনি

চুপচাপ নিশ্বাস ফেলে চলে যায়

অগুনতি আষাঢ় ফ'লে আছে এই মেঘে
সর্বনাশ আকাশে ঘনায়

আমার বিশ্বাস ছিল
প্রতিটি স্টেশনে
জন্মান্তর নেমে যায় রোজ...

দু'চোখের রক্ত মুছে
ফের ছুটে যাই...

জন্ম থেকে আমিও নিখোঁজ...

ফার্ন

সে এসে চলে যাবে...
এমন পুরনো সিঁড়ি
ধাপে
ধাপে
ধাপে
নেমে গেছে...

রহস্য এটাই!

কুয়োতলা থেকে আমি
পায়ে পায়ে ফিরি...

ফার্ন ঘুমোবার পরে
এত ফাঁকা লাগে,
মনে
হয়
জগৎ
ভিখিরি...

পুলিশ রাস্তায় যা কুড়িয়ে পেয়েছিল

কী লিখছি আজ আর বুঝতে পারছি না
কেন গড়িয়ে পড়ছি শূন্য থেকে শূন্যে, কেন পাপ-পুণ্যের
ঠাট্টাইয়ার্কি
যৌনখুশির মতো ছড়িয়ে পড়ছে বড় বড় সব আকাশে, কেন
হ্যাঁ স্যার না স্যার, কেন আপনি বাঞ্চোৎ না আপনি গাড়ল না
আপনি বাঞ্ছারাম না আপনি কমলকুমার না আপনি না না না
আপনি না না না...
কেন ভয় পাচ্ছি মিছিমিছি, কেন ঈ-কার ঊ-কার উঠে যাচ্ছে
বাংলা বানানে, কেন চিৎকার করে উঠলাম মাঝরাতে, কেন
কোনওদিন
পথ হারালাম না আমি, কেন আমি পাগল হলাম না, মাজাভাঙা।
হলাম না, কেন
প্রেমিকার ভালবাসা পেলাম অঢেল, কেন একটার পর একটা
দাবার চাল দিলাম না, আর
নিপাট ভালমুখে বললাম না, 'জীবনে যা হয় হবে'...
কেন জ্বর হল, কেন এগারোটার ট্রেনে চেপে বসলাম, কেন বমি
করে দিলাম
আদিগন্ত কবিতায়, কেন বকুল ভালবাসলাম, কেন একটা মেয়ের
জন্য
নিয়ে গেলাম বকুলফুল, কেন রাস্তায় পড়ে গেল সেই সন্ধে, কেন
জীবনে জটিলতা এল,
কেন মাথা ঠান্ডা রাখলাম, কেন বাড়ি ছাড়লাম, কেন মা'র কান্নার
মূল্যই দিলাম না কোনও, কেন ভোররাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম
নদীতে, কেন গলা চিরে
উঠে এল রক্ত, কেন পিঁপড়ে, কেন পুলিশ, কেন ১৪৪ ধারা, কেন

বন্ধ, কেন
বাপ তুলে মা তুলে খিস্তি, কেন দমবন্ধ, কেন হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে
ফুরিয়ে যাওয়া,
কেন উফ্ এইসব এইসব এইসব...

কী লিখছি আজ আর বুঝতে পারছি না
এইমাত্র আলো এইমাত্র অন্ধকার
এইমাত্র কবিতা এইমাত্র বুকরিভিউ
এইমাত্র ছোটগল্প এইমাত্র উপন্যাস
এইমাত্র বন্ধু এইমাত্র কাঠি
এইমাত্র খেতে পাচ্ছি এইমাত্র বাড়ন্ত
এইমাত্র আদর এইমাত্র উপেক্ষা
এইমাত্র দাদা এইমাত্র প্রভু
এইমাত্র অনুগত এইমাত্র বিদ্রোহী

কী লিখছি আজ আর বুঝতে পারছি না
খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ছি মহাশূন্যে আর নীলচে আলো হয়ে
জেগে থাকছি দিগন্তে
রাজা ফড়িং হয়ে বসে পড়ছি ভাঁটুই গাছের পাতায় আর কুকুর হয়ে
বেড়া ভাঙছি এবাড়ি-ওবাড়ি
বিড়াল হয়ে শুয়ে পড়ছি রানিমা'র বিছানায় আর শুয়োর হয়ে
তছনছ করছি ওপরের মাটি
শুঁয়োপোকা হয়ে বাসা বাঁধছি পরস্ত্রীর ঘরে আর প্রজাপতি হয়ে
উড়ে যাচ্ছি ঝলমলে মঞ্চে
শালিখ হয়ে খুঁটে খাচ্ছি পরিত্যক্ত দানা আর কাঠঠোকরা হয়ে গিলে
নিচ্ছি মৃত কবিতার পোকা
ইঁদুর হয়ে জেনে নিচ্ছি মহাকাল আর সাপ হয়ে খুঁজে নিচ্ছি
অন্যের গর্ত
কাক হয়ে জোড়াপায়ে লাফাচ্ছি শহরের ময়দানে আর বেশ্যার

রুমাল হয়ে মুছে নিচ্ছি রুটি-রুজির বীর্য...
আচমকা থেমে যাওয়ার পর আবার শুরু করতে হিম্মত লাগে,
ভাই!

হিম্মত দেখাতে গেলে ঝুলে-পড়া দাড়ি দরকার
দাড়ি রাখার জন্য ছুটে যাও, নিয়ে এসো দিগন্তের অনুমতি
দিগন্ত অনুমতি দেয় আমি জানি অপরূপ নগ্নতার পর

নগ্ন হতে গেলে কিন্তু মৃত্যুভয় তুচ্ছ করা চাই

মৃত্যুভয় শেষমেশ এই কবিতা চুরি করে নিয়ে গেল কবে
চুপিচুপি

সত্যি কথা বলতে কী নিঃস্বতার নেশা আছে প্রচণ্ড, আমি
নেশার মধ্যে দেখেছি ফতুর হবার আহ্বান প্রচুর
এই চোখ ভিজে যাচ্ছে দুঃখে তো এই পা ভিজছে আনন্দে!
থরথর করে কাঁপছে পৃথিবী
কত দিনরাত আমি খিদের কোলে ঢলে পড়েছি খুশিতে!
কতবার প্রেম এসেছে, প্রেমিকা আসেনি,
কত কতবার লেখা বাতিল হয়েছে
ট্রেনের ভিড়ে পরি নেমেছে সেদিন, তেষ্টা পেয়েছে, কেউ জল
দেয়নি
নতুন একটা নদীর নাম বানাতে বানাতে
মুসাফির গঞ্জিকা টেনেছি
সত্যি কথা বলতে কী দস্যু থেকে কবি হয়েছি অনেকবার,
কবি থেকে দস্যু হতে পারিনি একবারও

সত্যি কথা বলতে কী চোখের জলের থেকে ঘাম আমার বেশি
প্রিয়,
তবু শ্রেষ্ঠ কান্নাগুলো রেখে গেলাম

সত্যি কথা বলতে কী আত্মহত্যার কোনও পরিকল্পনাই আমার
ছিল না,
আমি শুধু একটু ঝলসে যেতে চেয়েছিলাম...
আমি শুধু...

ব্রহ্ম

চাবুক, তোমার কাছে
কান্না জমা রেখে যাচ্ছি রোজ...
চাবুক, একদিন আসবে
শব্দ হবে ফেরারি নিখোঁজ...

আমি জানি সেইদিন
ডাল-ভাত একটুকরো মাছ
পাতে এসে জড়ো হবে...

এসবই আমার আন্দাজ!

সেদিন ফেরত পাব
আজকের কান্না অভিমান?
শব্দ ব্রহ্ম! তুমি শব্দ
বেধড়ক শপাং-শপাং...

এ সংসার পড়ে-পাওয়া
চোদ্দো আনা প্রেমিকাকে নিয়ে
মুদ্রণের ধান্দা লিখি
আট-দশে ইনিয়ে-বিনিয়ে

লেখাও ভদ্রতা করে...
না-পারা সংসার হয়ে যায়

চাবুক, একদিন আসে
চুম্বনেও আগুন ঝলসায়!

প্রেম

তোমার কাছেই পৌঁছতে চেয়েছি বরাবর,

তাড়া-খাওয়া মানুষের মতো
আমি আজীবন পালাচ্ছি,
আর ভাবছি একদিন আছড়ে পড়ব
তোমার উঠোনে

হয়তো চোখ ফেটে রক্ত বেরোবে
হয়তো তোমাকে চিনতেই পারব না
হয়তো জানতেই পারব না আমার থেঁতলে-যাওয়া ঠোঁটে
তুমিই সন্তর্পণে মায়া রেখেছিলে
অবিশ্বাস্য

তবু, তোমার কাছেই পৌঁছতে চেয়েছি বরাবর
সত্যিকারের পাওয়া না-পাওয়া কোনও ঘটনা নয়
কিন্তু এরকম একটা বিশ্বাস থাকা ভাল, তুমি আমার প্রেম...

জন্ম-মৃত্যুর বাইরে এক চরাচরে
মাথাখারাপ আলোটির মতো জেগে আছে তোমার শরীর,
যার পিপাসা সম্পূর্ণ আলাদা...

দেশ

আমাকে সাহসী ভাবে লোকে।

কিন্তু আমি মাথানিচু
পালিয়ে পালিয়ে বাঁচি।

তা ছাড়া উপায় কী?

যাদের খিদের দেশে জন্ম,
তারা কোনওদিনই
হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

কল্পনা কেবলই মারে...
শূন্যতা কেবলই
আঙুল ঢুকিয়ে দেয় চোখে...

আমার আশ্চর্য লাগে,
নগ্ন শ্রম বিক্রি করে
খিদে আমি মিটিয়েছি কবে...
তবু কেন এরকম হয়?

যখনই ঘুমোতে যাই
স্বপ্ন জুড়ে হানা দেয় কত হাড়-জিরজিরে শিশু...
ওরা কাঁদতে কাঁদতে তাড়া করে সূর্যকেই...
তার মানে, ভাত জুটলেও
আমার রেহাই নেই!
আমাকে খিদের দেশ চেনা দিয়ে যাবে বারবার।

সামনে ভাতের থালা নিয়ে
আমি চুপচাপ...

আত্মা ভেঙে পড়ে আয়নার...

পদ্মা

কখনও পাব না...

তবু ছুঁয়ে থাকি, এই
আনন্দ অবুঝ।

সে যেন মাটির মেয়ে...
তাকে যত্ন করে রোজ
চিনিয়েছি গাছপালা...

ছুঁয়ে আছি...

সে বুঝি আমাকে ছুঁয়ে
সীমান্তটি পার হয়ে গেল...

তারও তবে কান্না পায়?

একবার নিজেদের পেতে
চোখ মুছে নিঃশেষে ঝাঁপায়?

এক-পলকের নদী

এক্ষুনি তার পুনরুদ্ধার নেই...

সেতু ভেঙে উঠে আসে লেখা
জলকে অসুখী মনে হয়
ছেলেবেলার মতো মাছ খেলা করে কার মেধায়...

এক্ষুনি তার পুনরুদ্ধার নেই

যেহেতু শব্দ ভেঙে ফিরে আসা অসম্ভব

চারপাশে ঘাস হয়ে উঠবার মহড়া

এদিকে এমন জীবন পেয়েছি,
অনেকগুলো কথা চেপে রেখে
অনেকগুলো কথার কাছে যেতে হয়...
অনেকগুলো রেললাইন কিলিবিলি করে
আমারও জীবনে...
অনেকগুলো মানুষ ভালবেসে অভিশাপ দিয়ে চলে যায়...
অনেকগুলো কবিতার মাঝখান দিয়ে
লাঠি হাতে হেঁটে চলে যান
বিষাদহীন প্রিয় কবি আমার!

ঘুমিয়ে পড়লে ঘুমকে আর যত্ন করতে হয় না,
কিন্তু ঘুমের আগে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়
অনেক... অনেকবার...
তুমি যতই ভাবো, জীবন তোমার ভরে গেছে একেবারে,
প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে,

কেউ ধরতেই পারেনি অভিনয়...

কিন্তু শূন্যতা তোমাকে ধরবেই!

তোমার বিছানার চারপাশে জঙ্গল নেই কোনও

আগুনের বৃত্ত নেই

কত কত বন্যপ্রাণী উধাও হয়ে গেছে আজ

যাদের ভূমিকা ছিল হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসবে

সমস্ত উপমার কাছে

এক্ষুনি তার পুনরুদ্ধার নেই...

আমি একটু পুরনো সময়ে ঘোরাফেরা করি

নতুন সময় তো আসবেই... না চাইলেও আসবে...

পছন্দ না হলেও আসবে...

আমি একটু পুরনো সময়ে ঘোরাফেরা করি,

তার কারণ পুরনো সময়ের ভেতরেই

আমি রোজ একটু একটু করে মরেছিলাম

আর একটা-দুটো করে ধানখেত বিক্রি হয়ে গিয়েছিল

গ্রাম থেকে

আর নদীতে জল কমছিল প্রতিদিন

আর বাল্যবন্ধু হারিয়ে যাচ্ছিল একের পর এক...

মৃত্যুর অদ্ভুত জাদু আছে

সে নির্বিকার প্রান্তর...

কিছুই ভাঙে না সে, কেবল ধারণ করে যায়...

যেমন আমাকে এক্ষুনি ধারণ করে আছে

একটা হলদে-কালো পাখি....

এক্ষুনি সে ন্যাড়া হয়ে যাওয়া সেগুন গাছের

ভ্যাবলা ডালে এসে বসল...

আর কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে

শিস দিতে থাকল একটানা...

আমি জানি কোনও কিছুই ফুরিয়ে যায় না
ভেতরটা কেবল পাখি হয়ে যায় এক ভোরবেলা
ডাল থেকে উড়ে পাখিটা শূন্যে ভেসে বেড়ায়
একটুখানি

তারপর তার খিদে পায়
পোকা ধরবার কথা মনে পড়ে
হু-উ-উ-শ করে সে উড়ে যায় অনন্ত সম্ভাবনায়...

দুঃখ দিয়ে ঘেরা এই জগৎ...
এত কষ্ট পেয়েছে লোকটা জীবনে... এত কষ্ট পেয়েছে যে,
সঙ্গমকে তার কান্না বলে মনে হয়...
এমন একটা কান্না, যা কোথাও পৌঁছায় না...
যা কত সেতু ভেঙে পড়তে দ্যাখে
যা সমস্ত আকাশকে
নতজানু হতে দেখেছে সামান্য পিঁপড়ের গর্তে
যা শুকনো পাতায় লেপটে থাকতে দেখেছে
কবেকার গুহালিপি
যা হাতজোড় করে বলেছে প্রতিটি নারীকে—আমাকে আর
কাঁদিয়ো না...
তবু কান পাতলে নিশ্চিত টের পাওয়া যায়,
হাওয়া কাউকে ডাকছিল...
আবহমান হাওয়া...
সমস্ত ক্ষতের দিকে কেবলই তার ছুটে যাওয়া...
কক্ষনও বিচলিত হই না আমি
আমি জানি, অতি গোপন কোনও কষ্টের ভেতরেও জানি,
যদি মিথ্যাচার না করি...

যদি নিচু-বাস্তবকে বড় করে না ধরি...
যদি সত্যিই নিঝ্ঝুম মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার,
দূর থেকে ছুটে আসবেই হাওয়া...
আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে
ছুটে আসবে হাওয়া...
হাওয়া এসে সামনে দাঁড়ালে ক্ষতকে আমার
উপার্জন বলে মনে হয়
দুঃখকে মনে হয় চন্দনের গন্ধ
মনে হয় প্রেম এল...

তখন আমি দু'চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাই
বিড়বিড় করে বলি—আমাকে অন্যমনস্ক লাগছে তো তোমার ?
মনে হচ্ছে তো আমার তপস্যা আছে?
টের পাচ্ছ তো পিঁপড়ের মুখে বিন্দু বিন্দু
আলো আমি জমিয়েছিলাম কেন?

এক্ষুনি তার পুনরুদ্ধার নেই...
সেতু ভেঙে উঠে আসে লেখা...
এই যে বিচ্ছিন্ন হই, এই বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই আমার স্বভাব...
আমার স্বভাব সেতুর ওপারে পলকহীন চেয়ে-থাকা...

আমি জানি ভালবাসা আবছা হলে সবচেয়ে সুন্দর

এক-পলকের নদীটি পেরিয়ে আর কোনওদিনই
ফিরে যাব না পুরনো ধুলোর কাছে
বলব না—
পুরনো লেখাগুলো পড়ো...
সে নতুন অর্থ নিয়ে
ফিরে এসেছে আবার...

নিঃস্ব মানুষের উৎসব

১

কতদিন
ঘুমোতে যাবার পর

সেতু ভেঙে পড়ে যাই জলে
লেখা
        মুছে যায়
                সব...

আমি কিন্তু ফের উঠে আসি

ভোরবেলা
                আকাশে আকাশে
নিঃস্ব মানুষের উৎসব!

২

কুড়িয়ে পেয়েছি আমি
অসহ্য লোকাল ট্রেন
                খিদের ভেতর...

প্রতিটি স্টেশনে ম্লান
প্রেমিকা পেরিয়ে যাই...

খিদের ভেতরে কাঁদে
আমি... আমি... আমি... বনসাই...

আলো

গাছের গভীরে এক আলো
সারা রাত আমাকে ভাবাল
কার হাতে মৃত্যু হবে কার?
আমি কেন লিখব আবার!

তৃষ্ণা এসে ছুঁয়ে গেল চোখ

অশ্রুভেজা আমার পাঠক,
কোনওদিন ভেবে দেখেছেন
মৃত্যু এসে কবিতা বাছেন?

প্রতিরাত... একটি সকাল...

বাকি লেখা খায় মহাকাল।

তোমাকে নদীর ধারণা

এত দূর থেকেও তোমাকে জানাতে চাইছি
ভয় পাওয়ার কিছু নেই
যে-কোনও সম্পর্কেই জড়িয়ে পড়তে পারো
যখন-তখন...
কারণ তৃষ্ণার নিয়মে আকাশ অলৌকিক হয়
আমাদের জীবনে
আর, প্রত্যেকদিন তো বৃষ্টি হয় না
আজ যে আকাশ থেকে অঝোরে নেমে আসবে কান্না
এরকম তো কোনও কথা নেই
আমরা নিরুপায়ভাবে কেবলই অনিশ্চিত!

এত দূর থেকেও তোমাকে নদীর ধারণা দিতে চাইছি
একটা ছোট্ট শ্মশানের ধারণা
আলেয়ার মতো দপ্ করে জ্বলে উঠছে কার
চিতার আগুন

শোনো... সময় নেই... সময় নেই আর
অপেক্ষা করবার...
এক প্রেম ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই অন্য প্রেমে পড়ো!
দ্রুত খুঁজে নাও ঠোঁট... তীব্র করে তোলো আলিঙ্গন...

এত দূর থেকেই আমি বারবার তোমার জীবনে
নিয়ে আসি নতুন নতুন দুঃখ...
আমি অনন্ত ফকির...

সমুদ্রের পাশে

চমৎকারিত্বের কোনও পরের দিন হয় না
কারণ পরের দিনই
আবার একটা চমৎকার প্রয়োজন

সমুদ্রের পাশে বসে
এই কথাটা ভেবেছি যখন,
আমার আত্মা শিউরে উঠল কিছুটা!

জানি, এটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় না
তবু পরিষ্কার দেখলাম
লাল সূর্য গলে যাচ্ছে সমুদ্রে...
আর জলরঙের রেখা বরাবর উঠে আসছে নিয়তি...
এক ঝাপটা মেরে সে আমাকে চিতপাত করে দিল

বুঝলাম, আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম আরও
আমাকে সূর্যাস্ত আর কখনও প্রজাপতি দেখাবে না

কিন্তু আমি কী করব?
আমার জন্মের দায় তো আমাকেই বহন করতে হবে!
সামাজিক ঘটনা কখনও আমার পক্ষে যায় না
নিসর্গের মুখোমুখি আমার খিদে পায় অবাস্তব
ভালবাসাকে অনেক সময়ই মনে হয়
কোনওদিন চিনতাম এমন-একজন কেউ...
এক-একদিন তাকে মনেই পড়ে না
এক-একদিন উতলা হয়ে উঠি খুব

আজ যেমন সমুদ্রের পাশে বসে
নিজেকে একলা লাগল যেই,
প্রবল হাওয়া ছুটে এল নিমেষে... মাছের গন্ধে
পাগল হয়ে গেল শরীর...
ভেজা বালির ওপর আমি অবশেষে গড়িয়ে পড়লাম...
কাঁপতে কাঁপতে ভাবলাম, শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গম
আদৌ কোনওদিন সম্ভব?

কিন্তু আমি যে জেগে গেছি, তার কী হবে?
ফেরার উপায় নেই
বেদনার নীল মুছে দু'হাতে খুঁড়েই চলি...
ভেজা বালির ভেতরে ভেজা বালি... তার ভেতরে ভেজা বালি...
তার ভেতরে পূর্বজন্ম-পরজন্ম ছুঁয়ে-ফেলা
দীর্ঘ এক কামনায় জড়িয়ে পড়া ছাড়া
আমার আর উদ্ধার রইল না...

লিঙ্গহীন আমার শরীরে বিষাদ পুরুষ

ধুলোর ভেতরে

কষ্ট পাওয়ারই কথা

কষ্টই পেয়েছি

তবু বলব না তুমিই একমাত্র দায়ী!

আরও নানা নিসর্গ রয়েছে...

ধুলোর ভেতরে
সাত-খুন-মাফ এক ঈশ্বরের
সে কী কেচ্ছা!
আমাকে প্রেমে পড়তে বলছেন,
আর
তোমাকে বলছেন—পালাও...

আজ পাগলের মতো কষ্ট পাচ্ছি,
তবু বলব না তুমিই একমাত্র পারো!

আরও কেউ পাথরের ফাঁকে
প্রজাপতি রেখে
হারিয়ে ফেলেছে সর্বস্ব...

মুষ্টিতণ্ডুল

তোমাকে অত কথা বলতে হচ্ছে
কেন বলো তো?

কারণ আমি কথা বলছি না।

কারণ আমি সমস্ত কথা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই
কিছু কথা লুকিয়ে ফেলেছি।

আমি জানি তোমাকেও ফুরিয়ে যেতে হবে একদিন।

বরং তার আগে কিছু কথা চাপা রাখো।

কবে একদিন বুড়ো হয়ে যাব আমরা...
তখন গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে হবে না?
কৃপণের মতো খরচ করতে হবে না
মুষ্টিতণ্ডুল?
জগৎ-চুমুক?

স্বপ্ন

একটা কিছু না কিছু হবেই

কোনও স্বপ্ন সফল হয় না

কোনও স্বপ্ন ব্যর্থও হয় না

একটা কিছু না কিছু হবেই

ঘাসের ওপর পড়ে আছে দুঃখী পৃথিবীর কিছু জল
দু'চোখে শুষে নিলাম প্রাণপণ

এইবার ঘুরে দাঁড়াব...

শূন্যতার ভাষা

হয়তো ভালবাসছ না...

কিন্তু আমি বুঝতে পারি
আমার পা পুঁতে যাচ্ছে মাটিতে

আমাকে বোবায় ধরেছে প্রবল

আমি পরবর্তী গাছের কাছে
হুড়মুড়িয়ে ছুটে যেতে চাই,
কিন্তু উপায় হারিয়েছি...

হয়তো ভালবাসছ না...

কিন্তু একটা কথা বলো,
শূন্যতা একটা ভাষা চায় তোমার শরীর জানে না?
কী আঁকড়ে ধরবে তুমি
যখন ফাঁকা স্টেশনে পিপাসায় মরে যাবে
একেবারে?

এমন সব বমি আছে জীবনে, যা শব্দের অনুমান...

এমন সব বারান্দা আছে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফ্যালে...

এমন সব কামিনী গাছ, সাপের গন্ধে পাগল করে দেয়
নিঃস্বকে...

হয়তো ভালবাসছ না...

কিন্তু আমি নিশ্চিত

দুঃখ শব্দটির পাশে হাঁটু গেড়ে ব'সে
একদিন তোমাকে টের পেতেই হবে—

প্রতিটি প্রেমের আছে অসামান্য অপরাধবোধ...

জননী

মানুষের একান্ত ভেতরে
আছে যে নানান স্বর
তারই কিছু ছিটকে আসা ধ্বনি
সহ্য করো,
আমার জননী।

একাই হেঁটেছে যারা
গাছের মতোই শান্ত শেকড় ছড়িয়ে
তাদের হলুদ পাতা
বুঝি কিছু বিষণ্ণতা বলে?

মানুষের একান্ত ভেতরে
আছে যে গোপন জল
কাউকে বোলো না ওগো, আমার জননী!

যা কিছু লিখেছি, সব
অবাক নির্জন থেকে
মহামায়া ধারাবিবরণী...

জগৎ

এমন একটা কথার ভেতরে
এমন একটা গাছ আছে,
আমি মেয়েকে বোঝাতেই পারি না...

ফাঁকা একটা মাঠে মেয়ে আমার সঙ্গে
ঝগড়া করে

উঠে চলে যায় দূরে

হাত-পা বেঁকিয়ে,
আঙুল-টাঙুল নেড়ে বলে—
এই তো একটা গাছ...

ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে বলে—
এই তো একটা কথা...

আমি সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভাবি

আদিম

গাছের আকাশে থাকি

যেন আর দাবি নেই কোনও

আমাকে দুঃখের মতো
টের পাও কখনও-কখনও?

হয়তো সবই সম্ভাবনা...

জীবনের কত কিছু চাই!

গাছকে দেবতা ভাবি
একলা পাখি আকাশে ঝাঁপাই...

সম্পর্ক সুদূরগামী
কোনও আলো কাছে নেই আর

গাছের আকাশে থাকি

কবিতারা আদিম আবার...

ভুল

কাকে ডাকতে কাকে ডেকে ফেলি...

মাঝরাতে এরকম
ভুল হয়ে যায় বরাবর!

নির্জনতা ভেঙে নামি...

সম্পর্ক ফুরিয়ে গেছে, তবু
গাছের পাতায় আলো চকচক করে...

অবিশ্বাস্য।

যে বাতাস শিহরনময়
ছুটে আসে দস্যুর মতন!
বুক কাঁপে...

নির্ভুল পারিনি আমি

কাকে ডাকতে কাকে ডেকে ফেলি...

মাঝরাতে এরকম
ভুল হয়ে যায় বরাবর!
মায়া এসে জড়ো হয় চোখে...

নিঃস্ব করো... নিঃস্ব করো...
নিঃস্ব করো সর্বস্বকে...

না

কথা বলতে পারতাম।

বলিনি, কারণ
আকাশে আকাশে শুধু
লিখে যাওয়ার অনুরোধ!

এমন দেখেছি
কথা ফুরোতেই চায় না...
শেষমেশ লেখা থেকে শুষে নেয় সব...

যা কিছু নীরব...

সমস্ত ফুরোলে
সাদা বালি উঠে আসে চোখে!

কথা বলতে পারতাম।

বলিনি, কারণ
অন্যমনস্ক মানুষ
        স্বভাবত সর্বনাশে ঝোঁকে...

বাংলা কবিতার প্রতি

ব্রিজ ভেঙে জেগে ওঠে জল... কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়েছি
মাথায় আগুন... আজ
আর স্পষ্ট দেখতে পারি না মায়া... অন্ধকার পাক মারছে খালি...
কার কাছে যাই?
কবিতা না আত্মহত্যা? ঘোরের ভেতরেই এসে যায় ট্রেন...
পরের স্টেশনে নামলাম...
সেদিনও পৃথিবীতে কোনও প্রেমিকা নেই... জ্বর এসে ঘুমোচ্ছে
বুকপকেটে... অচিরেই
সর্বনাশ এল... দেখি ছাতা হাতে বিনয় মজুমদার উলটো দিকের
প্লাটফর্মে চা খাচ্ছেন...
পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই একচোখে সন্দেহ অন্যচোখ অসুস্থতায় স্থির...
তাকিয়েই রয়েছেন... তাকিয়েই রয়েছেন...
আমার নিজের কোনও ভাষাই ছিল না, এর-তার
কাছ থেকে ধার করা কিছু রেজগি শব্দ...
বোবার মতো গোঙাচ্ছি অতএব... নেড়িকুত্তার
মতো লুটিয়ে পড়লাম তাঁর পায়ে... যে কুকুরের আত্মবিশ্বাস নেই
এতটুকু সে তো
লাথি-ঝ্যাঁটা খাবেই, আর লাথি মারতে মারতে বিনয়দা
আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন খাদের ধারে...
টুঁ শব্দ করিনি... প্লাটফর্ম থেকে ঝুপ করে নীচে পড়তেই
প্রবল গর্জন তুলে
ছুটে এল ট্রেন... হাড়-মাস দলা পাকিয়ে পড়ে রইল তরুণ কবির
মৃতদেহ...
এক দশক দু'দশক পরে আমাকে শনাক্ত করবে কেউ?
বিচার কোরো বাংলা কবিতা...

অন্তত মৃত্যুটুকু... আমাকে ভিখিরি হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে
ঈশ্বর চা খাচ্ছেন
মহানন্দে পৃথিবীর দুপুরবেলায়...

সমস্ত দুঃখীকে আজ

আমার আনন্দ এই অবুঝ সকাল
কান্নার ভেতরে মৃত নদীটিকে রাখে
আমি যে ভুলিনি তাকে
সবটুকু স্নান জেনো করপুটে স্মৃতি হয়ে আছে

আমি ভাবি জয় হোক
ক্ষুধার্তের জয় হোক
মাটি কেটে ফেরে বাবা... কলোনির বাড়ি
লঙ্কাগাছে জল দেয় রুগ্ন, রাগী মা
এসব তুলনা আমি মেঘে মেঘে লিখি
এসব তুলনা আমি শিশুদের বলি
মা-বাবার সমস্ত ঝগড়া
মনে রাখি... আমি প্রচারক
রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র, আমি তার বিধান-ঘাতক!

আমার আনন্দ এই
সুন্দরের পিঁপড়েটুকু জানি
বেড়াতে আসিনি গ্রহে
চাপ-চাপ শ্বাসকষ্ট জানে যে-সঙ্গম,
আমি তার থুতু থেকে বেরিয়ে এলাম...

বেড়াতে আসিনি গ্রহে
খরা-বন্যা খেয়েছি রাক্ষস...
জলে ভেসে গেছে ঘর
মৃত নদী দু'কুল ছাপিয়ে
কলোনি ডোবায়

মাথায় সংসার রেখে জল ভাঙে বাবা
মা'র মার খেতে খেতে
ডুবে-ভেসে আমি যাই দয়ার তাঁবুতে...

রেডিয়ো-টিভিতে রাষ্ট্র বরাভয় দেয়
সাপ এসে ঘোরে ফেরে
মানুষের ঘরবাড়ি দ্যাখে
কলোনিপাড়ায় ভেলা চড়ে
পাহারায় ক্লাবের স্বজন
হেলিকপ্টার আসে
চিঁড়ে-মুড়ি গণতন্ত্র নিয়ে...

বেড়াতে আসিনি আমি
নালা বেয়ে কীটের মতন
উঁকি দিই যখন-তখন
বেঁচেছি নিজের জোরে
ফুটিফাটা মাঠে রোজ চাতকের কান্নাগুলি ঘোরে
আলে-আলে কেউটের দল
কতদিন দ্যাখেনি যে মেঘের সজল
আমিও দেখিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি কোনওদিন!
আমাকে নেয়নি কেউ... পার্লামেন্টে কারা যায়,
ঝগড়া করে অত?
গরিবের দুঃখে কান্না মুছে নেয় সুগন্ধি রুমালে?
রাজাদের বাড়ি যায়, ওরা তো দালাল!
দালালের মুখ আমি দেখিয়াছি ভোটের সভায়
হাত নাড়ে, চিৎকার করে বলে, 'ভাইসব...
এ লড়াই বাঁচার লড়াই!'
কে কাকে বাঁচায়?
নালা বেয়ে কীটের মতন

আমি বেঁচে আছি রোজ

সহ্যশক্তি বাড়িয়ে বাড়িয়ে...
কাউকে বলি না গল্প,
ভোটমূল্যে তৎক্ষণাৎ বিক্রি হয়ে যাবে
কত কী হিসাব হবে প্রভুর ফাইলে
টিভিতে আসেন শান্ত গোলমুখ রাজ-অধ্যাপক
ভাল ভাল কথা ব'লে
ফিরে যান নিজ-গ্রন্থাগারে
আমার বিপদ বাড়ে
একবার আলোচিত হলে
ছবিবাবু আসে গ্রামে, আর
নেভা উনুনের ছবি মাতায় বাজার!

আমি তো বাজার নই
বাজারেরও আমি নই কেউ
হল্লা আসে, হল্লা ফিরে যায়
খিদে ও বিষাদে বাঁচে শত শত পোকা,
বিনষ্ট সন্ধ্যায় যারা
আগুনে ঝাঁপায়...
আমার আনন্দ এই
সমাজে বেঁচেছি যত, তার বেশি অসমাজে থাকি
মাটিতে পুঁতেছি দেহ, পাখিদের ঠোঁটে মাথা রাখি
আত্মাহুতি আছে, তাই
ভালোবাসা আরও ঘন হয়
আমাকে বাঁচায়, মারে আমার বিস্ময়...

আমার আনন্দ এই
আমাকে জাগিয়ে রাখে অপমানবোধ

উপেক্ষা-অভ্যস্ত আমি
পার করে আসি দাবি-দাওয়া
গ্রামের নিভৃতে কোনও হাওয়া
আমাকে জড়িয়ে ধরে
খুব করে ভালবাসে রোজ
বেঁচে থাকো, আমার সহজ!

কিংবা কোনও আসশ্যাওড়ার ফল,
বাজার-কলঙ্কহীন, দরহীন তাকে
ঠোঁটে তুলে চুষে খাই
মিষ্টি-তেতো স্বাদ
দূরে যে জীবন থাকে সরস, অবাধ...
আমার আনন্দ এই
অভিযোগহীন বেঁচে-থাকা
আয়ত্ত করেছি
বাতাসে তুলোর মতো বাঁচা
কত পথ এঁকেবেঁকে চলে যায় দূরে,
আমাকে কেবল ডাকে!
মনে নেই কখন খেয়েছি
ভাবি না কখন খেতে পাব
ঘোর নামে... গাছেরাই আত্মীয়স্বজন...
ছায়াদের পাশে থাকে গন্ধলেবুগাছ...
ঘাসবনে কাঠবেড়ালির মিঠে নাচ...

এ দেশ আমাকে শুধু শ্রমিক ভেবেছে
আমিও তো তাকে তাই প্রভু বলে ভাবি

প্রভুর জানালা ভেঙে জগতে ঝাঁপাই
আমার বিষের পাশে

সংবিধান নেই, তবু ‘ধান’ শব্দ মানি
কে কার মালিক ভুলে
কলাপাতা থেকে বাঁশি বের করে আনি!

ওদিক ক্ষতের তত্ত্ব অধ্যাপক জানে
আমার কেবল ক্ষত বয়ে বেড়ানোই কাজ
শুকনো ঝরনা সহ্য করে
বেঁচে থাকতে হবে
মাইল-মাইল মনখারাপের শেষে
একতারাটির একটি তার
কেঁপে কেঁপে ওঠে পিপাসায়...
মাদল-ধামসা বন দাপিয়ে বেড়ায়...
যে পথ ডেকেছে, তার অনন্ত ছায়ায়
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ঘুম ঘুমিয়েছি
শনাক্ত করেনি কেউ
সমস্ত দুঃখীকে আজ ঘিরেছে জঙ্গল...
নিজেদের নির্জন বানিয়ে
এভাবেই জীবন শিখেছি

হাত পাতলেই জেনো ভিখিরির মতো লাগে!
ভিখিরির চোখে আমি
কীভাবে তাকাব, বুনো চাঁদ?
যে যার অশ্রুর জোরে ঘুরে দাঁড়ানোই প্রতিবাদ...

ঘুরে দাঁড়িয়েছি
কলোনির ছেলে, কত কী করার ছিল
ঘুরে দাঁড়িয়েছি, আর
মুখখামুখি এ জীবনে শেখা যত ভাষা-ব্যবহার!
বাবার উদাসী ভাষা...

মা'র চুলছেঁড়া রাগ...
আমার পালানো রোগ...
বন্ধুদের অকালপ্রয়াণ...

আমার আনন্দ এই
আর পালাচ্ছি না

ব্যর্থ জীবনেরও আলো আছে!

সে আলোয় চোখ মুছে লিখি
একলা থাকো রক্তবমি... একলা থাকো গান...

সাধনা

আকাশে আকাশে মেঘ জমে

সম্পর্ক দাঁড়িয়ে থাকে

শূন্যতাও এক ভালবাসা

কান পেতে পেতে তাকে
চিনতে হয়, জানতে হয়...
ক্রমে

শিখা ওড়ে সরল সঙ্গমে!

সেতু

সব কথা ফুরিয়ে যায় না
আরও একবার দেখা হয়
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সেতু
মুখোমুখি ছায়া-বিনিময়

একা একা শুয়ে থাকে তারা
তার পাশে জেগে আছে জল
মায়াদের কত তরু এসে
জুড়ে দেয় মৃদু কোলাহল

চারপাশে যত আয়োজন
মনে হয় কিছু কথা বলি
ভাল ছিলে?
বলতেই কাঁপে

শরীরের শত অলিগলি

প্রকৃত পাওয়া বলে কাকে?

ফিরে-আসা বুঝি পরাজয়?

সব কথা ফুরিয়ে যায় না
আরও একবার দেখা হয়!

আবহাওয়া

ঝড়ে ভেঙে-পড়া গাছকে আমি বলি—
ওঠো সোনা... কিছু হয়নি তোমার...
উঠে পড়ো...

উঠে পড়েছি আমিও

কেননা আমাকে বরফের নীচে
রেখে যেতে হবে
পাঠক না-পাওয়া শত শত লেখা...

উঠে পড়ো তুমিও

কেননা তোমাকে পাতা নেড়ে ডেকে আনতে হবে
কান্নাধোয়া বৃষ্টি...

আমার মৃত্যুর পরদিন...

আমাকে খায় শিরিনের ঐশ্বরিক ঘোড়া

১

যেন হাওয়া এল, মৃত্যু সিগারেটে টান মেরে শ্বাস
ফেলল কয়েক দশক... বজ্রধ্বনি আর
অলিগলি পার হয়ে আমি নোংরা জিন্‌সে ফের চাঙ্গা!
এই ঘুরে দাঁড়িয়েছি...

গলির মুখেই অন্ধ বাজপাখি দেহ রেখেছেন...
এমন কতই হয়! খাও তুমি বিরল শকুন,
খুঁটে খাও দার্শনিক পোকা...

অন্ধকারে ডুবে-থাকা গ্রামের কাদায় কারা ঝান্ডা পুঁতেছিল?
ধানক্ষেতে এনেছিল শহরের রাজনীতি...
মুন্ডুহীন চাষিদের লাশ?
কারা সাম্য সাম্য করল? আকাশের তারায়-তারায়
ঘাসে-ঘাসে ভরে দিল বাংলার দেয়াল?
শ্রমিকের হাতে হাতে চাঁদার রসিদ?

উস্তাদ রশিদ খান ক্যাসেটে বাজিয়ে
আমিও ভেবেছি কত একা থাকা যায়...
নদী নদী পুরনো প্রণাম...

আবছা বাষ্প হয়ে উড়ে যায় ভালবাসা...

লাস্ট বেঞ্চে বসে ঘুমিয়েছি
বাস ছেড়েছে ভোর ভোর
নিজেকে পতঙ্গ ভেবে অগ্রাহ্য করেছি মার্কশিট

কোনওদিন যাইনি আমি নেতাদের বাড়ি
নাম-লেখানোর এক্সচেঞ্জে...
কখনও নিজেকে ঠিক বঞ্চিত ভাবিনি...
আমি সবর্নাশে পুরে দিয়েছি সটান লিঙ্গ...
উড়ে গিয়েছি মায়াবী মা-বাবার খাঁচা ভেঙে চলো
শূন্য শূন্য শূন্য অজানায়

কবজি ডুবিয়ে খেয়েছি... আর আশ মিটিয়ে খেয়েছি
হাওয়ায় উড়ে-আসা দশক দশক পোড়াছাই...
খেয়ে কিন্তু নিভে যাইনি,
ধিকিধিকি জ্বলেছি বরং

এই আলো লন্ডভন্ড প্রচণ্ড দুপুর
ফুরিয়ে যাওয়ার আগে বলে দেওয়া ভাল—
প্রথম চুম্বনে আমি কবি হতে চেয়েছি
শুধুই...

২
বিনবিনে পোকা আমাকে খায়... ইচ্ছুক সমুদ্র আমাকে খায়...
আমাকে খায় শিরিনের ঐশ্বরিক ঘোড়া—
গাছের শিকড় পর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায়
আমার শিরা ও ধমনী...
রাঘব-বোয়ালেরা পেয়ে যায় অস্বচ্ছ খুচরো মাছ...
সাপেরা ব্যাং খোঁজে আমারই লেখার খাতায়...
খাও... খাও... খাও... খাও...
তুমিও আমাকে খাও
আর-একটা স্রোত জন্মাবার আগে
খেয়ে ফেলো আমার আকাশচক্ষু... বাতাসডানা...
হৃৎপিণ্ডের ভেতর বসত-করা মৃত ছায়াপথ...

জিহ্বায় ধারণ করো শেকলের ঝনঝন,
কল্পনা ছাড়া যেখানে মরচে ধরে গেছে!

বাস্তব এসে কেবলই প্রত্যক্ষের নাম বলে
বাস্তবের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া শেষ হয় না
বাস্তব আমার মায়া কেড়ে নেয় সম্পূর্ণ
বাস্তব আমার রক্ত শুষে নিয়ে বাঁচত দিনরাত...

বরং লড়াইয়ের মাঠ ছেড়ে দিয়ে
এই যে আহত বিশ্বের গোঙানির মধ্যে এসে
দাঁড়ালাম,
এখন বিনবিনে পোকা আমাকে খায়...ইচ্ছুক সমুদ্র আমাকে খায়...
আমাকে খায় শিরিনের ঐশ্বরিক ঘোড়া...
আমি লুটোপুটি খাই না
হাবুডুবু খাই না
চোখে সরষের ফুল দেখি না
কেবল শান্ত ক্ষয়ে যেতে থাকি
মনে হয় অজস্র গোঙানির মধ্যে এই বেশ মিশে থাকা...
কেউ ভাল নেই,
আমি একা ভাল থাকব?
আমার হেরে-যাওয়াগুলো জয়ের আনন্দে
পতপত করে উড়ুক নিরালায়...

৩

ডাক্তার বারণ করে—
পরাজয় পুষবেন না...
মনের আনন্দ-গতি স্ব-নিয়ন্ত্রিত...
বেশি বেশি বিশ্বাস রাখুন...

চুপিসারে হেসে উঠি!
আকাশ বিশ্বাস করি...
উন্মাদ দশায়
হলুদ আলোটি ঝরে পড়ে...
বিনয় মজুমদার এই বাড়িতে থাকেন...
তুষার, ফাল্গুনী রায় বারান্দায় শুয়ে...
শত শত মৃত কবি
খ্যাতি থেকে বহু দূরে হলুদ আলোটি মেখে
পরস্পর ক্রিয়া করে যায়...
এ-ওকে চুম্বন করে...
এ-ওকে চ্যাংদোলা ছুঁড়ে দেয়
কলকল চাকা নদীজলে...

আচমকা বৃষ্টি নামে,
লোকগান ভিজে যায় পলাশবাগানে...
নগ্ন হয় হলুদ আলোটি...
জঙ্গলের ঘাসবনে পরাজয় ছুঁয়ে কাঁদে
ঝাঁকে ঝাঁকে অজানা-ঈশ্বর
পরম্পর জড়িয়ে-মড়িয়ে...
নদী সাক্ষী, মেঘ হয় পুরুলিয়া কিংবা বাঁকুড়ায়!
আরও আরও বৃষ্টি হলে
উপেক্ষিত কবিজন্ম জলপুষ্ট ধানখেতে
শান্ত শুতে যায়...

ডাক্তার, ডাক্তার...
আমি এই দৈবখেলা জানি!
উন্মাদ আলোর পাশে রেখে যাই পচাগলা দিন...
জয়কে সন্দেহ করি...
পরাজয় পুষেছি, কারণ

পথের দু'পাশে কবি
পথ রেখে যায় উদাসীন...

৪

তাই ঝাল-পটপটি গাছের জঙ্গলে
ঘন হয়ে বসেছি...
নিঝুম গন্ধের ভেতর মৃত্যুর অনেক দূর অবধি পড়া যায়...

সে আসছে... তাই আর
ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেমের কবিতা লেখা হল না!

আমি একটাও গাছের পাতা ছিঁড়ব না জীবনে,
সেখানে কবিতা থেকে প্রেম ছিঁড়ে নিই কীভাবে?
কীভাবে ছিঁড়ে নেব প্রতিবাদ? ছিঁড়ে নেব দর্শন, বিষাদ?
আমি তো এক মহাজগতের ধারণা রচনা করতে চেয়েছি
সারাজীবন...
যত ছোট্টই হোক, যত না-পারাই থাকুক,
সে তো মহাজগতেরই ধারণা...
সে আসছে... তাই সব
স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে...
ঝাল-পটপটি গাছের জঙ্গলে
বুঁদ হয়ে বসে আছি...
আর-কিচ্ছু চাই না জীবনে আপাতত...
ওই জঙ্গলের আছে আদিম গন্ধ,
মহাসমুদ্র আর অগ্ন্যুৎপাতের শরীর থেকে
যা ছিনিয়ে এনেছে গাছ...
এই গাছের পাতায় পাতায় সাধনা করে কাচপোকা
গুহা-সন্ন্যাসীর মতো...
আমি কাচপোকা মারব না...

নারীর সম্মতির জন্য মারব না কাচপোকা...
নারীর কপালে পরিয়ে দেব না মৃত কাচপোকার ডানার রং...
বরং বলব, যাও... দেখে এসো...
সম্মোহিত হও নির্জন কবিতায়...
আরও বলব, সে আসছে...
মৃত্যুর পতঙ্গ উড়ে আসছে...
মহাজগতে বিজবিজ করছে মৃত্যুর পতঙ্গ...

আসছে... আসছে...
একের পর এক ঢেউ আসছে...
কবিতার ঢেউগুলি আমাদের বলছে—
এক ঢেউ দুই ঢেউয়ের মাঝে চকিত নীরবতা...
নীরবতাগুলো ব্যবহার করা শেখো...
নীরবতায় খোদাই করো
এ-জন্মের ক্ষুধার্ত সঙ্গম...

৫
শিকড় যেভাবে চায়, সেইভাবে বাঁচি...

পাতালের অন্ধকারে
শিকড় যেভাবে চায় জল...

ক্ষুধার্ত সঙ্গম চায়
মৃত্যুর প্রতিভা মুছে
ছুঁয়ে দেবে কবিতা অতল!

কবিতা অপেক্ষা করে...

তাকেও থাকতে হয় একা...

কীভাবে জাগ্রত হয় তবে
কবিতার নীরবতা?
                তীব্র... শিহরিত?
জখম সমেত আমি ঝুঁকে পড়তাম,
একা হতে হতে হতে
                যেই সে নিজেকে মুছে দিত...

সমস্ত দুঃখীকে আজ • বিভাস রায়চৌধুরী

সিগনেট প্রেস

|| ই-বুকটি সমাপ্ত হল ||

www.anandapub.in

Table of Contents

শিরোনাম পৃষ্ঠা	1
কপিরাইট পৃষ্ঠা	2
উৎসর্গ	3
সূচি	4
জ্বর	7
হাওয়া	8
ক্ষত	9
অসামান্য	10
দুঃখী পাখিদের ছাই	11
উৎসব	13
সম্মোহন	14
ঘুম	15
গন্ধ	16
ফেরা	17
পতঙ্গ	18
বর্ষা	19
আমাদের ছোট নদী	20
পোকা	21
শূন্যতা	22
ফার্ন	23
পুলিশ রাস্তায় যা কুড়িয়ে পেয়েছিল	24
ব্রহ্ম	28
প্রেম	29

দেশ 30
পদ্মা 32
এক-পলকের নদী 33
নিঃস্ব মানুষের উৎসব 37
আলো 38
তোমাকে নদীর ধারণা 39
সমুদ্রের পাশে 40
ধুলোর ভেতরে 42
মুষ্টিতণ্ডুল 43
স্বপ্ন 44
শূন্যতার ভাষা 45
জননী 47
জগৎ 48
আদিম 49
ভুল 50
না 51
বাংলা কবিতার প্রতি 52
সমস্ত দুঃখীকে আজ 54
সাধনা 60
সেতু 61
আবহাওয়া 62
আমাকে খায় শিরিনের ঐশ্বরিক ঘোড়া 63